পঞ্চম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

যুগান্তর

পঞ্চম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

মো. নূরুল আমিন

৩০ মার্চ ২০২৩, ০০:০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

প্রধান শিক্ষক, চিড়িয়াখানা-বোটানিক্যাল গার্ডেন উচ্চবিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

[পূর্বে প্রকাশিত অংশের পর]

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী কী ধরনের নির্যাতন-তাণ্ডব চালিয়েছিল?

উত্তর : ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকে শুরু করে দীর্ঘ ২৩ বছর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে শাসন ও শোষণ করে। এ শাসন ও শোষণের হাত থেকে চূড়ান্ত মুক্তির লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ শুরু হয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ।

নির্যাতন

* ২৫ মার্চ মধ্যরাতে জনগণের ভোটে নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দি করে

* তারপর ২৫ মার্চ মধ্যরাতেই ঢাকায় ঘুমন্ত, নিরস্ত্র, বাঙালিদের ওপর অতর্কিত হামলার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। এ অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'।

* অন্যান্য স্থানেও তারা নির্মম হত্যাকাণ্ড শুরু করে। বাড়িঘর, দোকানপাট এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দেয় ও লুটপাট করে। বিদেশে সংবাদ প্রেরণের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করে। ঢাকা শহর পরিণত হয়েছিল বধ্যভূমি ও ধ্বংসস্তূপে। ২৬ মার্চ ঢাকার বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল লাশের গন্ধ। তাই বাংলাদেশের ইতিহাসে এ রাত হলো 'কালরাত'। এটা ছিল বিশ্বের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড।

* সেদিন এক রাতেই ঢাকাসহ সারা দেশে হাজার হাজার নিরস্ত্র বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়।

* পরবর্তী ৯ মাস ধরেই পাকিস্তানি বাহিনীর এ পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকে। পাশাপাশি তারা চালায় নির্বিচারে লুটতরাজ ও ধরপাকড়।

* গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়। নারী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ কাউকেই রেহাই দেয়নি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী।

* তারা লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করে সারা দেশের অগণিত স্থানকে বধ্যভূমিতে পরিণত করে। ৩০ লাখ মানুষ শহিদ হয়।

* পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যা, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের মুখে প্রাণভয়ে মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে শুরু করে। এ সময় প্রায় এক কোটি মানুষ ভারতে শরণার্থী হিসাবে আশ্রয় নেয়।

মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসiা ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে আমাদের অনেক জ্ঞানী-গুণী শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী চিকিৎসক, সাংবাদিকদের ধরে নিয়ে হত্যা করে।

মোটকথা, মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী অকথ্য, নির্মম, জঘন্য, বর্বরোচিত নির্যাতন-তাণ্ডব চালিয়েছিল। আমরা সবাই এ নির্যাতনের প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করছি।

প্রশ্ন : ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয় কেন?

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসiা এ দেশকে মেধাশূন্য করার পরিকল্পনা করে। ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে তারা আমাদের অনেক জ্ঞানী-গুণী শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক, সাংবাদিকদের ধরে নিয়ে হত্যা করে। এদের মধ্যে রয়েছেন- অধ্যাপক গোবিন্দ

হাসান, সাংবাদিক সেলিনা পারভিন, ডা. আলীম চৌধুরী, ডা. ফজলে রাব্বী, ডা. গোলাম মর্তুজা, ডা. আজহারুল হক এবং আরও অনেকে। এসব শহিদ বুদ্ধিজীবীর স্মরণে আমরা প্রতিবছর ১৪ ডিসেম্বর 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন করি। এ শহিদদের রক্তে ভিজে আছে বাংলাদেশের মাটি। যেমন তাদের জন্য ভিজে আছে স্বজনদের চোখ। দেশের জন্য যারা প্রাণ দিলেন, তারা এ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান, তারা আমাদের অতি আপনজন, পরমাত্মীয়। তাদের প্রাণের বিনিময়ে রক্তস্নাত নদী পাড়ি দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ আজ স্বাধীন দেশ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে। তাই তাদের অবদানকে স্মরণ করতে, তাদের ঋণকে শ্রদ্ধা জানাতে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের সঙ্গে তাদের পরিচয় করাতেই আমরা ১৪ ডিসেম্বর পালন করি শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস।

* দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এদের কারও কারও ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়া গিয়েছিল মিরপুর ও রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে।

সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯
থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৩০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২,
ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত

এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।

Developed by The Daily Jugantor © 2023

X